Released 22-5-1942

চিত্রবাণীর নবতম নিবেদন

গরমিল

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী
অবলম্বনে

CHITRABANI LIMITED

পরিবেশক ঃ
এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড
৩২।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা

গরমিল

—ভূমিকা-লিপি—

শ্রীলেখা, শীলা হালদার, ছবি বিশ্বাস, যোগেশ চৌধুরী, রবীন মজুমদার,
রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী,
ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, ইন্দু মুখার্জ্জি, প্রভা, সুপ্রভা মুখার্জ্জি, শান্তা
বোস, নমিতা, কৃষ্ণা, সুধীর সরকার, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি,
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
সত্য মুখার্জ্জি, শৈলেন গাঙ্গুলী

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **নীরেন লাহিড়ী**

সংলাপ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যোগেশ চৌধুরী

কর্ম্মিসঙ্ঘ :

গীত—প্রণব রায়
সঙ্গীত-পরিচালনা—কমল দাসগুপ্ত
আলোকচিত্র-শিল্প—অজয় কর
শব্দানুলেখন—গৌর দাস
রসায়নাগার-শিল্প—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদন—সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশ—তারক বসু
ব্যবস্থাপনা—সুধীর সরকার
স্থির-চিত্র—গোপাল চক্রবর্ত্তী
সত্যেন সান্যাল

"তোমার গোপন কথাটী সখি
রেখোনা মনে"
কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিওতে
গৃহীত।

সহকারীগণ :

পরিচালনায়—মানু সেন
হিমাংশু গুপ্ত
চিত্র-শিল্পে—দুর্গাপ্রসাদ রাও
শব্দানুলেখনে—সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনে—কমল গাঙ্গুলী
রসায়নাগারে—মথুরা ভট্টাচার্য্য
দিনবন্ধু চ্যাটার্জ্জি
শম্ভু সাহা
মজু
ব্যবস্থাপনায়—চন্দ্র মুখার্জ্জি
খগেন চ্যাটার্জ্জি
সুনীল সরকার

গরমিল

কলেজের বৃদ্ধ প্রফেসর 'রোল কল্' ক'রে যাচ্ছেন, অথচ ক্লাসে উপস্থিত রয়েছে মাত্র দু'টি ছাত্র—রবি আর যাদব। আপন-ভোলা প্রফেসরের খেয়ালই নেই সেদিকে। 'রোল কল্' শেষ ক'রে প্রফেসর যখন বক্তৃতা আরম্ভ ক'রলেন, তখন দেখা গেল, রবি আর যাদবও কোন্ ফাঁকে স'রে প'ড়েছে!

এই দু'টি তরুণ ছাত্রকে নিয়েই আমাদের গল্পের সুরু, কিন্তু গল্পের গোড়ার কথা বোঝাবার জন্য আর এক পুরুষ পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

যাদবের পিতা মাধব ঠাকুর একজন গোঁড়া সনাতনী। ঘরে রাধারমণের বিগ্রহ, জপ-তপ, পূজা-আহ্নিক, সুগভীর শাস্ত্রানুরাগ এবং প্রাচীন ভারতের সেই পুরাতন আদর্শ—এই নিয়েই তাঁর জীবন। রবির বাবা মিঃ মুখার্জ্জি ঠিক তাঁর উল্টো। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় একান্ত বিশ্বাসী, মাধব ঠাকুরের মতবাদের প্রতি লেশমাত্র আস্থা ও শ্রদ্ধা তাঁ'র নেই। তিনি বলেন : 'যে-অমৃত পান করে' নির্ব্বোধ মাধব ঠাকুর সারাজীবন কাটিয়ে দিল, আজকের দিনে যে-কোনো লোকের পক্ষে সে-অমৃত বিষ।' কেননা, এ-যুগে মানুষের পরম শত্রু হ'ল দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করাই মানুষের প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম। মুখার্জ্জী সাহেব নিজে এক সময় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সে-সময় ভগবানকে ডেকেও কোনো ফল হয় নি। তারপর আপন কর্ম্মশক্তির জোরে আজ তিনি প্রকাণ্ড কারখানার মালিক, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছেন। তাঁ'র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁ'কে শিখিয়েছে যে, মানুষের এই বস্তু-তান্ত্রিক ধর্ম্ম ছাড়া এ-যুগে অন্য যে-কোনো ধর্ম্ম মিথ্যা, অচল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয়ের মতবাদ আগাগোড়া উল্টো হ'লেও মাধব ঠাকুর এবং মুখার্জ্জী সাহেব পরস্পরের বহুদিনের বন্ধু ; এবং এর চেয়েও আশ্চর্য্যের বিষয়—মাধব ঠাকুরের ছেলে যাদব, মুখার্জ্জী সাহেবের মতবাদে বিশ্বাসী এবং রবি, মুখার্জ্জী সাহেবের একমাত্র সন্তান, মাধব ঠাকুরের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান।

এটুকু হ'ল গল্পের ভূমিকা।

* * *

মাধব ঠাকুরের পরামর্শ নিয়ে রবি আর মালতী, মাধব ঠাকুরের ছোট মেয়ে, একটি টোল খুলেছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসারে ছোট ছোট ছেলেদের জীবন যা'তে গ'ড়ে তুল্‌তে পারা যায়, এই হ'ল তা'র উদ্দেশ্য। রবি বিশ্বাস করে, আজকের এই ক্ষুদ্র টোল একদিন অগণিত ছাত্রে ভ'রে যাবে, ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে তা'র শাখা-প্রশাখা! মালতী নিজের অন্তরে এ-কথা বিশ্বাস করে কি না কে জানে,—কিন্তু রবির বিশ্বাসই তা'র কাছে সবচেয়ে বড়।

অর্থসম্বলহীন এই ছোট টোল্‌টির জন্য একদা মুখার্জ্জী সাহেব কিছু অর্থ সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাধব ঠাকুর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'না অবিশ্বাসীর অর্থ আমি নিতে পারব না।'

মনোমালিন্যের সূত্রপাত এইখান থেকেই এবং আসল গল্পেরও সুরু এইখানে।

* * *

সেদিন ঘরে ফিরে মাধব ঠাকুর ছেলেমেয়েদের কাছে একটা সুসংবাদ জানালেন। বড় মেয়ে মাধবীর বিয়ের সম্বন্ধ তিনি স্থির ক'রে এসেছেন! পাত্র শ্রীমান সন্তোষ কুমার দেবশর্ম্মণঃ। কুলীন বংশের ছেলে, বিনয়ী নম্র, দেবদ্বিজে অসামান্য ভক্তি।

আসলে কিন্তু শ্রীমান সন্তোষ একটি নিখুঁত বয়াটে ছোক্‌রা, পেশা মদ্যপান এবং শিক্ষা-দীক্ষার কোনো বালাই নেই।

এই বিবাহ-সম্বন্ধের প্রতিবাদ করলে যাদব। সে বল্‌লে, 'মাধবীদির জন্য এর চেয়ে অনেক ভালো পাত্র আমরা নির্ব্বাচন করে রেখেছি।'

মাধব ঠাকুর হঠাৎ কঠিন হ'য়ে বল্‌লেন, 'পাত্র নির্ব্বাচন করেছে কে? মুখুয্যে?···জেনে রাখো, আমার নির্ব্বাচিত পাত্রের সঙ্গেই মাধবীর বিয়ে দেব, আমি বিশ্বাস করি, সে সুপাত্র।'

উত্তেজিত যাদব মাধবীকে প্রশ্ন করলে, 'তোমার মত কি? এতবড় অন্যায় তুমি নিঃশব্দে সহ্য করবে?'

মাধবী শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে, "বাবার মতই আমার মত।"

সুতরাং, বয়াটে মদ্যপ সন্তোষের সঙ্গেই মাধবীর বিয়ে হ'য়ে গেল। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীকে মাতাল অবস্থায় দেখে, মাধবী শুধু একটি

দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখেছিল। কোনো অনুযোগ, কোনো অভিযোগই সে করে নি।

কিছুদিন পরে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে সংসারের অশান্তি আরো তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সন্তোষ গিয়েছিল মাধবীর একটা গহনা নিয়ে বন্ধক দিতে। পথে রবি দেখ্‌তে পেয়ে তা'কে বাধা দেয় এবং গহনাটা কেড়ে নেয়। নিস্ফল আক্রোশে সন্তোষ এসে মাধব ঠাকুরকে জানালে যে, রবি তা'কে অপমান করেছে এবং আরো অনেক কিছুই বলেছে।

মাধব ঠাকুর ক্রুদ্ধ হ'লেন। রবিকে ডেকে বল্‌লেন, 'তুমি শুধু

সন্তোষকে অপমান কর নি, আমার ধর্ম্মবিশ্বাসকেও অপমান করেছ। এ-বাড়ীতে তুমি আর এস না।'

টোল্ বন্ধ করে' দিয়ে, আহত চিত্তে রবি বিদায় নিল। যাবার সময় দেখা হ'ল মালতীর সাথে। একদিন তা'রা দু'জনে তা'দের আশা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আর প্রেম দিয়ে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন রচনা করেছিল। সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে ফেলে আজ রবিকে চলে' যেতে হ'ল।

* * * *

রবি আর মালতী পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। সে-ভালোবাসা কোনোদিন তা'রা মুখ ফুটে প্রকাশ করে নি বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে, অর্দ্ধস্ফুট হাসির ইঙ্গিতে, কাজের সহাযোগিতায় সে-প্রেম

ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে' যেত। রবির মা, মুখার্জ্জী-গৃহিণীর কাছেও তা'দের ভালবাসা লুকানো ছিল না। তাই, অনেকদিন আগে যে-নেক্‌লেস দিয়ে তাঁ'র শ্বাশুড়ী তাঁকে বরণ করে' তুলেছিলেন, সেই নেক্‌লেসটিই একদিন তিনি মালতীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর সাধ ছিল, মালতীকেই তিনি পুত্রবধূ করে' ঘরে তুল্‌বেন।

কিন্তু ছেলের সঙ্গে তাঁ'কেও সেদিন আঘাত পেতে হ'ল, যেদিন শোনা গেল, মাধব ঠাকুর মালতীর বিয়ের সম্বন্ধ অন্যত্র দেখ্‌ছেন। মাধব ঠাকুর সত্যিই অন্য জায়গায় মালতীর বিয়ে স্থির করে' ফেলেছিলেন,—প্রৌঢ়বয়স্ক এক বিগতদার জমিদারের সঙ্গে।

মুখার্জ্জী সাহেব আর থাক্‌তে পারলেন না। মাধবের কাছে গিয়ে অনুরোধ করে' বল্‌লেন, তোমার-আমার মধ্যে যত মতবিরোধ থাক্

না কেন, এই দু'টি তরুণ নির্দ্দোষ জীবনকে ব্যর্থ হ'তে দিও না মাধব। রবির সঙ্গেই মালতীর বিয়ে হোক্।'

নির্ব্বোধ আত্মমর্য্যাদায় অন্ধ মাধব ঠাকুর সে-কথায় কান দিলেন না।

যাদব এসে তীব্র প্রতিবাদ জানালে—'ভুল করছেন, আপনি ভুল করছেন! মাধবীদির জীবন ব্যর্থ করে দিয়েও সে-ভুল আপনার ভাঙ্গল না? জিদের বশে মালতীর জীবনটাও নষ্ট করে' দিতে চান?'

বিদ্রোহী পুত্রকে মাধব ঠাকুর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু জীবনে যে কোনোদিন বিদ্রোহ করে নি, তা'রো মুখে আজ প্রথম প্রতিবাদের ভাষা শোনা গেল। সে মাধবী। মাধবী বল্‌লে, 'এ বিয়ে হ'তে পারে না বাবা।'

মাধবের জীবনে আজ প্রথম সংশয় জাগ্‌ল। মনে হ'ল, তাঁ'র অন্ধ-কঠিন-বিশ্বাসের মূলে কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরেছে!...তবে কি তিনি সত্যিই ভুল করছেন? কে বলে' দেবে তাঁ'কে? কে দেবে সত্যের পথনির্দ্দেশ?

মাধব ঠাকুর গেলেন রাধারমণের কাছে এ সংশয়ের মীমাংসা ক'রতে। কিন্তু কই? কোথায় রাধারমণ?...কে হরণ ক'র্‌ল তাঁ'র অন্তরের দেবতাকে?···মুখুয্যে! এ নিশ্চয় মুখুয্যের শত্রুতা!

উন্মাদের মতো মাধব ছুট্‌লেন মুখুয্যের কাছে।

'তুমি—তুমি চুরি করেছ আমার রাধারমণের বিগ্রহ!'

মুখার্জ্জী সাহেব শান্তভাবে হাস্‌লেন। বল্‌লেন, "মাধব, তুমি অন্ধ, তাই আজ সত্যকে, ধর্ম্মকে, দেবতাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না!"

রাধারমণকে সত্যিই কেউ হরণ করে নি। হ'য়ত মাধব নিজেই মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

* * * *

মালতীর বিয়ে কিন্তু বন্ধ রৈল না। সেই বিপত্নীক প্রৌঢ় জমিদারের সঙ্গেই বিয়ে হবে। মাধব ঠাকুর কথা দিয়েছেন।

বিয়ের দিন নহবৎ বাজ্‌ছে। বর এল। লগ্ন উপস্থিত। কিন্তু কনে? মালতী কই? কোথায় গেল মালতী?·····

মালতী নেই! মাধব ঠাকুর বুঝি এবার সত্যিই উন্মাদ হয়ে যাবেন। কে দিল তাঁ'কে এত বড় আঘাত? এত কঠিন শাস্তি, এমন চরম সর্ব্বনাশ কে ডেকে আন্‌ল তাঁর জীবনে?

তারপর ?....

সংসারের এই গরমিল—জীবনের এই জটিলতার সমাধান অবশেষে কে ক'র্‌ল—অলক্ষ্য নিয়তি ? না, মানুষেরই শুভবুদ্ধি ?

গল্পের এই পরিণতি চিত্রে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

দোলে পিয়াল-শাখে ঝুলনা ॥
দোলে শ্যাম শ্রীমতী দু'জনা ॥
দোলে কৃষ্ণ-মেঘকোলে রাই-বিজলি,
দোলে রাধা-কমলদলে কৃষ্ণ-অলি ;
(দোলে দোলে)
চাঁদের পাশে যেন চাঁদ হাসে
আহা নাহি রূপের তুলনা ॥
দোলে পিয়ালশাখে ঝুলনা ॥
মন-বৃন্দাবনে দোলে নওল কিশোর,
দোলে প্রেম-রাধা সনে সুন্দর মোর !
নীল শাড়ী দোলে, দোলে ময়ূর-পাখা
ললিতা সনে দোলা দেয় বিশাখা ;
প্রেম-যমুনায় সুখে ঢেউ খেলে যায়,
আহা প্রেম-যমুনায় সুখে ঢেউ খেলে যায়,
নাচে ব্রজের ললনা ॥
দোলে পিয়ালশাখে ঝুলনা ॥

(২)

এলো হারাণো যুগের সেই চৈত্র-রাতি
মালতীর গন্ধে ভরা।
আজ হৃদয় আমার হলো স্বয়ম্বরা ॥
সেই রেবা নদীর তীরে
যেন দেখা হলো দোঁহে ফিরে,
সেই বেতস-কুঞ্জতলে মোর সুন্দর দিলরে ধরা !
তাই হৃদয় আমার হলো স্বয়ম্বরা ॥
আজ মনে পড়ে বারেবার
সেই আমরা দু'জন, সেই মধুর কূজন,
আর সেই অভিসার !
আজ মনে পড়ে বারে বার ॥

আজো সেই আমি আর সেই তুমি,
সেই কুসুমিত বনভূমি,
তাই এত প্রেম আলো গান
আজ আনিলোরে বসুন্ধরা।
তাই হৃদয় আমার হলো স্বয়ম্বরা ॥

(৩)

তোমার গোপন কথাটী সখি রেখো না মনে
শুধু আমায় বলো আমায় গোপনে।
ওগো ধীর মধুর হাসিনি
বলো ধীর মধুর ভাষে
আমি কানে না শুনিব গো
শুনিব প্রাণের শ্রবণে।
যবে গভীর যামিনী,
যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তি মগন,
বিহগ নীড় কুসুম কাননে।
বলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে,
বলো কম্পিত স্মিত হাসে,
বলো মধুর বেদন বিধুর হৃদয়ে,
সরম নমিত নয়নে,
তোমার গোপন কথাটী সখি রেখো না মনে।

(৪)

মোর অনেক দিনের আশা আমি বলব গানে গানে,
ফাগুন-হাওয়ার মত আমি বলব তোমার কানে গো
বলব গানে গানে ॥
যেথা পথিক-ভ্রমর সনে হয় ফুলের ভালোবাসা,
বনের পাখীর মত সেথা বাঁধ্‌ব সুখের বাসা,
পড়ব প্রেমের লেখা চেয়ে তোমার আঁখির পানে ॥
তারার মাণিক দিয়ে আমি মধুর খেলার ছলে
সাত নরী হার গেঁথে দেবো পরিয়ে তোমার গলে,
আর একটী গানের বীণা বাজবে দুটী প্রাণে।

সেই সকল-পাওয়ার দেশে শুধু রইব তুমি-আমি,
সেথা আসবে নীলাকাশ এই মাটীর বুকে নামি',
ফুলের মত সুখে মোরা চলবো স্রোতের টানে।
মোর অনেক দিনের আশা আমি বলব গানে গানে ॥

(৫)

বিরহ দিয়ে গেলে, এই কি গো শেষ দান ?
মোর আরো কথা ছিল বাকী
আরো প্রেম আরো গান।
ক্ষণিকের মালাখানি
(তবে) কেন দিয়েছিলে আনি',
কেন হয়েছিলো সুরু হবে যদি অবসান ?
যে পথে গিয়াছ তুমি আজ সেই পথে হায়
আমারও ভুবন হ'তে বসন্ত চ'লে যায় !
হারানো দিনের লাগি
প্রেম তবু রহে জাগি'
নয়নে দুলিয়া ওঠে হৃদয়ের অভিমান ॥

তুমি দুঃখ দিতে ভালোবাস
তাইত নিলাম দুখের ব্রত।
তুমি যতই আঘাত হান্‌বে হে নাথ
(আমি) পাষাণ হয়ে সইব তত॥
দুঃখ দেওয়ার সাধ কি প্রভু
মিট্‌ল না হায় আজো তবু?
যে ধূপের মত আপনি জ্বলে
(বল) তারে জ্বালা দেবে কত
মোর ডালায় ছিল বরণমালা
(আর) কণ্ঠে ছিল প্রেমের বাণী,
তুমি সকল ফেলে কেন নিলে
(মোর) শূন্য হাতের প্রণামখানি।
আমার দুখের রাত্রিশেষে
প্রভাত হয়ে দাঁড়াও এসে,
হৃদয় আমার নাওগো এবার
নিবেদনের ফুলের মত॥

চিত্রবাণীর
আগামী নিবেদন

"পরিণীতা"

যোগেশ চৌধুরীর
কাহিনী অবলম্বনে
নীরেন লাহিড়ীর
পরিচালনায় শীঘ্রই
গৃহীত হইবে।

শ্রীসুশীল সিংহ
কর্তৃক এসোসিয়েটেড
ডিষ্ট্রীবিউটার্সের তরফ
হইতে সম্পাদিত ও
প্রকাশিত এবং
কালিকা প্রেস লিঃ
হইতে শ্রীশশধর
চক্রবর্ত্তী কর্তৃক
মুদ্রিত।